

দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশ বিগত এক দশক ধরে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধির এই গতি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ সহ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি পর পর চার বার ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ; চূড়ান্ত হিসাবে গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৫১ শতাংশ, যা গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৪.১৯ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.০২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১২.০৬ শতাংশ। বৃহৎ সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৩৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬.৫০ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩.৬০ শতাংশ, ৩৫.১৪ শতাংশ ও ৫১.২৬ শতাংশ, যেকুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৪.২৩ শতাংশ, ৩৩.৬৬ শতাংশ ও ৫২.১১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৭৬.০৭ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২২.৮৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে স্থূল জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ২৭.৪২ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ৩১.২৩ শতাংশ থেকে ০.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশে গত এক দশক ধরে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৬.৫৫ শতাংশ ও ৭.১১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮৬ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ২২,৫০,৪৭৯ কোটি টাকা হতে ১২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৫,৩৬,১৭৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে মর্মে বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়। এছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,৩৭,৫১৮ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে

১,৫৩,১৯৭ টাকা। অপরদিকে, গত অর্থবছরের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,৪৩,৭৮৯ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৬০,০৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মার্কিন ডলার হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১,৭৫১ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি পূর্ববর্তী অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,৬৭৫ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮২৭ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৮ অনুযায়ী ক্রয় ক্ষমতা তথা Purchasing Power Parity (PPP) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ৩,৫২৪ মার্কিন ডলার দাঁড়িয়েছে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু জিডিপি ও স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) সারণি ২.১ -এ এবং চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থূল দেশজ উৎপাদ সারণি ২.২ -এ উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

সারণি ২.১ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৫০৪৭৯	২৫৩৬১৭৭
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৯৮৮৩৪২	১১৪৪৫০৬	১২৯৫৩৫২	১৪৩৩২২৪	১৬১৪২০৪	১৮৩২৬৭৫	২০৬০৭১৬	২৩৫৩১০৮	২৬৪৯৭৮৭
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৭	১৫.৫৮	১৫.৭৯	১৫.৯৯	১৬.১৮	১৬.৩৭	১৬.৫৬
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮	১২২১৫২	১৩৭৫১৮	১৫৩১৯৭
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৬৬০৪৮	৭৫৫০৫	৮৪২৮৩	৯২০১৫	১০২২৩৬	১১৪৬২১	১২৭৪০	১৪৩৭৮৯	১৬০০৬০
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৮৬০	৮৮০	৯৭৬	১১১০	১২৩৬	১৩৮৫	১৫৪৪	১৬৭৫	১৮২৭
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৯২৮	৯৫৫	১০৫৪	১১৮৪	১৩১৬	১৪৬৫	১৬১০	১৭৫১	১৯০৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

সারণি ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
১। কৃষি ও বনজ	১২৫৪৬৯	১৩৮৮৭৯	১৪৮৭৫৮	১৬৩৬৬৮	১৭৬৫০০	১৯০৩১৪	২০৫৩৯৮	২২৭৩৫৩	২৪৬২৬৬
ক) শস্য ও শাকসবজি	৯১৯০৩	১০০৮৯৯	১০৬৭৯৪	১১৭৯০৩	১২৬১২১	১৩৪৩২২	১৪৩৭০৫	১৫৯১৭১	১৭১৩০৮
খ) প্রাণিসম্পদ	২০১৭১	২২৯৯৯	২৫৩৫৯	২৭৬৬৭	২৯৮৮৫	৩৩১৬৫	৩৬০২৬	৩৯৬২৫	৪৩২১২
গ) বনজসম্পদ	১৩৩৯৫	১৪৯৮১	১৬৬০৫	১৮৩৯৮	২০৪৯৪	২২৮২৭	২৫৬৬৮	২৮৫৫৭	৩১৭৪৭
২। মৎস্য সম্পদ	২৮৪৮২	৩১৮২৭	৩৬৯৯৫	৪২৩০৮	৪৭৫৮১	৫৩০৭৬	৫৯৬২৭	৬৬৮৮২	৭৪৮২৮
৩। খনিজ ও খনন	১৪২০৮	১৬৬৫০	১৯৪৬১	২১০৮০	২৩৮৭৬	২৮৫৭৮	৩৪১২৭	৩৮৮৮৪	৪৪০৩৯
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিমিত তৈল	৬৮৪৬	৭৩৬৬	৭৯৫৩	৮২৫৬	৯১৮৮	১০৭০৬	১২০০৩	১৩৩০০	১৪৭৬৬
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৭৩৬৩	৯২৮৪	১১৫০৮	১২৯২৪	১৪৬৮৮	১৭৮৭২	২২১২৫	২৫৫৮৪	২৯২৭৩
৪। শিল্প (ম্যানুফ)	১৪৬৫০৩	১৬৭৯২৭	১৯৭১২৭	২২৩২১১	২৫৪৪৮৩	২৯৫১১১	৩৪১৮২৯	৪০৪১৪৪	৪৮২০৪৮
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১১৬৪৫৩	১৩৪৩৯৭	১৫৮৪৪৮	১৮০৩৮২	২০৫৯৯২	২৪০১৬৪	২৭৯২১৭	৩৩২৫৪৪	৩৯৯৮৬০
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩০০৪৯	৩৩৫৩০	৩৮৬৭৯	৪২৮৩৯	৪৮৪৯১	৫৪৯৪৭	৬২৬১২	৭১৫৫১	৮২১৮৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১১৫৮৯	১৪১৮৯	১৬৩৮১	১৮৪০১	১৯৮৬৮	২৩৮২৯	২৬২৪৩	২৯৩৩৬	৩২৫৪১
ক) বিদ্যুৎ	৮৬৪৬	১০১৮৯	১২১৬৮	১৩৮৩৪	১৫০৬১	১৮৪৪৭	২০৩৭০	২২৭২৮	২৫৪৯৭
খ) গ্যাস	২৩৩৯	৩৩০০	৩৪৪৮	৩৬৭৬	৩৭৮৭	৪২৭৯	৪৫৭৯	৫১৯৬	৫৪৭২
গ) পানি	৬০৫	৭০১	৭৬৬	৮৯১	১০২০	১১০৩	১২৯৫	১৪১২	১৫৭১
৬। নির্মাণ	৫৭০৭২	৬৮৩০৪	৮২৪৩২	৯০৮৩৪	১০৮৪৮৪	১২৬৩৫৩	১৪৬১০৭	১৬৯৮৫৫	১৯৬৬৫৬
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত	১২১৩৩২	১৩৭৩৯৬	১৫৪৫৭৯	১৭২৫৭৫	১৯২৫৮৫	২১৪২৫৭	২৪৩৯৫৮	২৭৯৮২৩	৩২১২০৪
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৮২২৮	৯৭৫৫	১১২৬৩	১৩০৩৫	১৪৯২৮	১৭০৫৮	১৯৩১৮	২২১২৩	২৫২৮০
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯৪৫৭১	১১২৭০২	১২৪২৮১	১৩৪৩১৭	১৫০০২৫	১৬৯১৬৫	১৮৭০৭৬	২০৪৬৩০	২২৫৪৩৮
ক) স্থল পথ পরিবহন	৬৮৭১৭	৮৩৩৪৫	৯২১৮৩	৯৯৩১১	১১২০৯৬	১২৭৮৯৫	১৪২৮০৮	১৫৭০৩৮	১৭৪৪২৬
খ) পানি পথ পরিবহন	৬৯৩৪	৭০৮৯	৭৬৪৯	৮০৬৪	৮৯৬৭	১০২০৬	১০৯৯৬	১১৬৯৮	১২৪৬৬
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৯৫৭	১০২২	১০৪৭	১১১৬	১২৬৯	১৩৫২	১৩৯৯	১৪৭৬	১৫৭৪
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৪৪১০	৫৩৯১	৬০০১	৬৬৭২	৭৪২৭	৮০৩১	৮৭০৭	৯৭০৬	১০৪১৫
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৩৫৫৩	১৫৮৫৪	১৭৪০০	১৯১৫৪	২০২৬৭	২১৬৮১	২৩১৬৬	২৪৭১৩	২৬৫৫৮
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	২৭৫৪৫	৩৬৩১৬	৪২২৩৭	৪৮৫৬৩	৫৫৭৬১	৬৩৬০১	৭৩২০৫	৮৩৭২৮	৯৪২৬৫
ক) ব্যাংক	২১৫২২	২৯৩৫১	৩৪৭২৭	৪০৩৯০	৪৬৬৪৪	৫৩৭৮৯	৬২৩৮৯	৭১৭৫৪	৮১৪২০
খ) বীমা	৩৭৮৬	৪৫৮৪	৪৯২০	৫৩৬৪	৫৯৩৮	৬৩২৭	৬৮০৮	৭৩৪১	৭৫০৪
গ) অন্যান্য	২২৩৭	২৩৮১	২৫৯০	২৮১০	৩১৮০	৩৪৮৫	৪০০৮	৪৬৩৩	৫৩৪১
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও জনানা ব্যবসা	৬০১১৯	৬৮৭১৫	৭৮৮২০	৯১২২৯	১০৬০৬১	১২৩৭৪০	১৪৪৫৩৯	১৬৬৪১৯	১৮৬৮৪৯
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩০২৮২	৩৩৪৯৯	৩৭৬৭৮	৪৪৭২৮	৫০৬৭৪	৬৬৭১১	৭৮৪৪১	৯০২২৮	১০০১২০
১৩। শিক্ষা	২১৩৯২	২৫০৪৮	২৮৪২৯	৩২৭৬৭	৩৭৬২৪	৪৬৫১২	৫৬৮৫৬	৬৪৪৭৮	৭২৩০৮
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১৭৭৩১	২০১৩৩	২৩৮৬৮	২৬৯২৪	৩০১৩৫	৩৪৭৫৮	৩৮৯৮৭	৪৪০৬৪	৫০০৫৬
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০৪৬০৮	১১৭২৯৩	১৩৮৯৫২	১৫৬৫৫২	১৭৬৪০২	১৯৪২৪৮	২১৪২১৩	২৩৬৩৭৮	২৬০৫৯১
ভর্তুকি ব্যতিরেকে শুল্ক	৪৬৬৯৮	৫৬৫৬৯	৫৭৬৬২	৬৩১৭৪	৭০৮১৫	৮৫৫৫২	১০৫৮৯২	১২২১৫৬	১২৩৬৮৮
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৫০৪৭৯	২৫৩৬১৭৭
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১৪.৮৩	১৫.২২	১৩.৬২	১২.০৭	১২.৮১	১৪.৩২	১৪.০২	১৩.৯০	১২.৬৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

স্থির মূল্যে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

জিডিপি'কে উৎপাদনের ভিত্তিতে খাতভিত্তিক ৩টি বৃহৎ খাত তথা: কৃষি, শিল্প ও সেবায় বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, সার্বিকভাবে জিডিপি ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। এ ১৫ টি খাতের মধ্যে ৬টি খাত আবার উপখাতে বিভক্ত। কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য -এ দুটি খাত সমন্বয়ে বৃহৎ কৃষি খাত গঠিত। আবার, খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ খাত নিয়ে বৃহৎ শিল্প খাত গঠিত।

এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত; হোটেল ও রেস্টোরাঁ; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহ নিয়ে বৃহৎ সেবা খাত গঠিত। ২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ -এ দেখানো হলো:

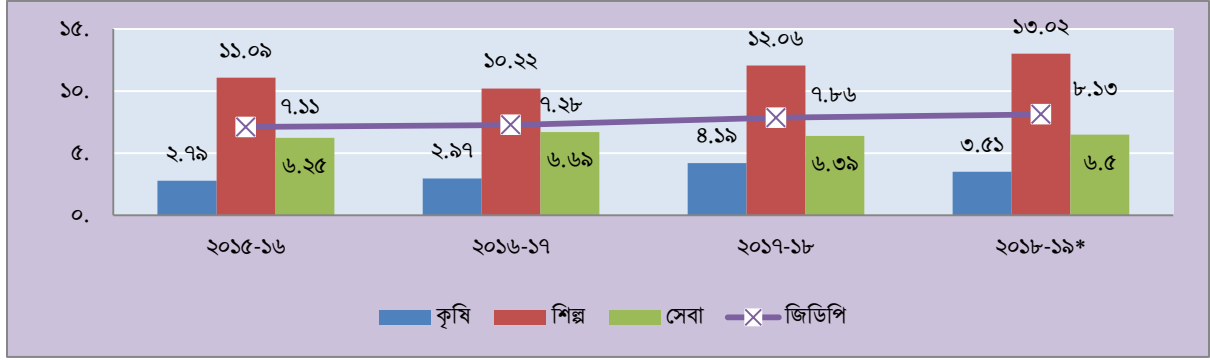
সারণি ২.৩ঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
১। কৃষি ও বনজ	৩.৮৯	২.৪১	১.৪৭	৩.৮১	২.৪৫	১.৭৯	১.৯৬	৩.৪৭	২.৫৮
ক) শস্য ও শাকসবজি	৩.৮৫	১.৭৫	০.৫৯	৩.৭৮	১.৮৩	০.৮৮	০.৯৬	৩.০৬	১.৭৫
খ) প্রাণিসম্পদ	২.৫৯	২.৬৮	২.৭৪	২.৮৩	৩.০৮	৩.১৯	৩.৩১	৩.৪০	৩.৪৭
গ) বনজসম্পদ	৫.৫৬	৫.৯৬	৫.০৪	৫.০১	৫.০৮	৫.১২	৫.৬০	৫.৫১	৫.৫৮
২। মৎস্য সম্পদ	৬.৬৯	৫.৩২	৬.১৮	৬.৩৬	৬.৩৮	৬.১১	৬.২৩	৬.৩৭	৬.২৯
৩। খনিজ ও খনন	৩.৬২	৬.৯৩	৯.৩৫	৪.৬৮	৯.৬০	১২.৮৪	৮.৮৯	৭.০০	৭.৩৯
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিিশোধিত তৈল	০.৬৮	৩.৭৮	৭.৫৫	২.৪৭	৮.৭৩	১১.৭৭	০.৩৪	২.২৫	৩.১১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৯.৩৪	১২.৫৮	১২.৩৪	৮.২০	১০.৯০	১৪.৪২	২১.১৯	১২.৬৬	১২.০২
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১০.০১	৯.৯৬	১০.৩১	৮.৭৭	১০.৩১	১১.৬৯	১০.৯৭	১৩.৪০	১৪.৭৩
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১১.১১	১০.৭৬	১০.৬৫	৯.৩২	১০.৭০	১২.২৬	১১.২০	১৪.২৬	১৫.৬১
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৫.৬৭	৬.৫৮	৮.৮১	৬.৩৩	৮.৫৪	৯.০৬	৯.৮২	৯.২৫	১০.২৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১৩.৩৬	১০.৫৮	৮.৯৯	৪.৫৪	৬.২২	১৩.৩৩	৮.৪৬	৯.১৯	১০.৫৭
ক) বিদ্যুৎ	১৫.৮২	১০.৯৭	৯.৬৯	৪.৪৫	৬.০৯	১৪.২০	৯.২২	১০.১৯	১১.৫৭
খ) গ্যাস	০.০৭	৭.৪৫	৫.৯১	১.৬৯	৫.১৬	৯.৯১	০.২৮	২.২০	২.৮৫
গ) পানি	৮.২৩	১০.৯১	৪.৭৫	১০.৯৩	৯.৬২	৭.৪০	১১.০৯	৫.৬৬	৭.১৭
৬। নির্মাণ	৬.৯৫	৮.৪২	৮.০৪	৮.০৮	৮.৬০	৮.৫৬	৮.৭৭	৯.৯২	৯.৬৩
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মেরামত	৬.৬৯	৬.৭০	৬.১৮	৬.৭৩	৬.৩৫	৬.৫০	৭.৩৭	৭.৪৫	৭.৭০
৮। হোটেল ও রেস্টোরাঁ	৬.২০	৬.৩৯	৬.৪৯	৬.৭০	৬.৮৩	৬.৯৮	৭.১৩	৭.২৮	৭.৪৩
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.৪৪	৯.১৫	৬.২৭	৬.০৫	৫.৯৬	৬.০৮	৬.৭৬	৬.৫৮	৬.৮৮
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.১৮	৬.৮৩	৫.৯১	৫.৫৬	৬.১৮	৬.২৮	৭.০৬	৬.৭২	৬.৯৩
খ) পানি পথ পরিবহণ	২.৯২	৩.১০	৩.২১	৩.১৫	৩.৬২	৩.২০	৪.১০	৩.৫০	৩.৭২
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	১৫.২৩	৫.৭৬	-১.৬৪	০.৬১	৮.৭১	১.৪৮	২.৭৯	২.৭৪	৬.০৪
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	১১.৯৭	১৭.৬০	৩.৩৬	২.৫৯	৫.৩৭	৫.১৯	৬.৪০	৯.৫৮	৭.২০
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৩.৭৭	১৬.৯২	৯.৬৭	৯.৫৬	৬.১১	৬.৮১	৬.৯৮	৬.৫৩	৭.৫৬
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১০.৪৪	১৪.৭৬	৯.১১	৭.২৭	৭.৭৮	৭.৭৪	৯.১২	৭.৯০	৮.৩২
ক) ব্যাংক	১২.৯৮	১৭.৬১	১০.৮৭	৮.৩৩	৮.৯৯	৮.৮৫	৯.৯৫	৮.৫১	৯.৪২
খ) বীমা	৩.৬৯	৪.৪১	০.৬১	১.৫৫	৩.৯৫	০.৫৪	২.০৫	১.৬৩	-২.৫১
গ) অন্যান্য	-২.৫৪	২.৩৩	৩.১৪	৩.৬৩	৪.৬৮	৪.৫৪	৯.০৬	৯.০৫	৮.২৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য	৩.৮৮	৩.৯২	৪.০৪	৪.২৫	৪.৪০	৪.৪৭	৪.৮০	৪.৯৮	৫.১৫
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.৮৪	৭.৫৩	৬.৫৩	৬.৮৯	৯.৮২	১১.৪৩	৯.১৫	৮.৪৭	৬.৪৫
১৩। শিক্ষা	৫.৬৩	৭.৭৫	৬.৩০	৭.২৬	৮.০১	১১.৭১	১১.৩৫	৭.০১	৬.৫০
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৬.৩৪	৩.৮১	৪.৭৬	৫.০৬	৫.১৮	৭.৫৪	৭.৬৩	৭.০২	৯.১৫
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.২৩	৩.২৫	৩.২৫	৩.২৭	৩.২৮	৩.৩০	৩.৬২	৩.৬৫	৩.৬৯
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৬.৪৬	৬.৫২	৬.০১	৬.০৬	৬.৫৫	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.১: স্থিরমূল্যে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)



* সাময়িক

কৃষি খাত

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বৃহৎ কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.৫৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৩.৪৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এ খাতের দুটি উপখাত যথা প্রাণিসম্পদ ও বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে শস্য ও শাকসবজি উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১.৭৫ শতাংশ, ৩.৪৭ শতাংশ এবং ৫.৫৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৩.০৬ শতাংশ, ৩.৪০ শতাংশ এবং ৫.৫১ শতাংশ।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪২৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা গত অর্থবছরে ছিল ৪১৩.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৩৬৪.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যারমধ্যে ২৭.০২ লক্ষ মে.টন আউশ ও ১৪১.৩৪ লক্ষ মে.টন আমন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। হাওর এলাকায় পর পর দুই বার বন্যা সত্ত্বেও ১৯৬.২৩ লক্ষ মে.টন বোরো উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, ১২.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন গম ও ৩৮.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৩.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন (অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩৭.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও সামুদ্রিক উৎস হতে ৬.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন) নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন (অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৩৬.২২ লক্ষ মেট্রিক টন ও সামুদ্রিক উৎস হতে ৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন)।

শিল্প খাত

সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প (broad industry) খাতের ৪টি খাতের মধ্যে ১টি খাতে (নির্মাণ খাত) প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেলেও ৩টি খাতে (খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ খাত) প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, এ তিনটি খাত শিল্প খাতের ৭৮.৪০ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৭.৫৫ শতাংশ। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খনিজ ও খনন খাতের অন্তর্গত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.১১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২.২৫ শতাংশ। তবে অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২.০২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ১২.৬৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অন্তর্গত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার ১.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ১.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাতের অন্তর্গত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ-এ ৩টি উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১.৫৭ শতাংশ, ২.৮৫ শতাংশ এবং ৭.১৭ শতাংশ; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১০.১৯ শতাংশ, ২.২০ শতাংশ এবং ৫.৬৬ শতাংশ। অন্যদিকে, নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরে কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৬৩ শতাংশ, গত অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৯২ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত 'Quantum Index of Industrial Production (QIIP)' (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) অনুসারে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

মাসে (জুলাই-নভেম্বর ২০১৮) গড়ে বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উপখাতে সাধারণ শিল্প উৎপাদন সূচক গত অর্থবছরের একই সময়ের উৎপাদন সূচক ৩২৬.১২ এর তুলনায় ১৮.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৪.৯৯।

সেবা খাত

সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বৃহৎ সেবা (broad service) খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৩৯ শতাংশের তুলনায় ০.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫০ শতাংশে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বৃহৎ এ খাতের অন্তর্গত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি ৭.৪৫ শতাংশ থেকে ০.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৭০ শতাংশে। অন্যদিকে, হোটেল ও রেস্টোরাঁ এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.৪৩ শতাংশ এবং ৬.৮৮ শতাংশ; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৭.২৮ শতাংশ এবং ৬.৫৮ শতাংশ। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য খাতের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৯৮ শতাংশ থেকে ০.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.১৫ শতাংশে। তবে লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা এবং শিক্ষা খাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেলেও স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১০.১১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১০.৬৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত ৩টি উপখাতেরই অবদান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া,

জিডিপি'তে মৎস্য খাতের অবদানও একই সময়ে ৩.৫৬ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ খাত হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৪.২৩ শতাংশ, যা সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩.৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের জিডিপি'তে অবদান পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১.৭৮ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাত এবং নির্মাণ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৪.২১ শতাংশ, ১.৫৭ শতাংশ এবং ৭.৫৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২২.৮৫ শতাংশ, ১.৫৪ শতাংশ এবং ৭.৫০ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যের জিডিপিতে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫.১৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩৩.৬৬ শতাংশ।

সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপি'তে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫১.২৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫২.১১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান ছিল সর্বোচ্চ (১৩.৮৮%)। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১০.৯৮%)। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৮.১৬%); রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.১৩%); লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৬৫%); আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা (৩.৪৫%); শিক্ষা (২.৪২%); স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা (১.৮৫%) এবং হোটেল ও রেস্টোরাঁ (০.৭৪%)।

সারণি ২.৪ঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
১। কৃষি ও বনজ	১৪.২৭	১৩.৭০	১৩.০৯	১২.৮১	১২.৩২	১১.৭০	১১.১২	১০.৬৭	১০.১১
ক) শস্য ও শাকসবজি	১০.৫০	১০.০১	৯.৪৯	৯.২৮	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৮৬	৭.৫১	৭.০৫
খ) প্রাণিসম্পদ	১.৯৮	১.৯০	১.৮৪	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬	১.৬০	১.৫৩	১.৪৭
গ) বনজসম্পদ	১.৭৯	১.৭৮	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬	১.৬২	১.৫৮
২। মৎস্য সম্পদ	৩.৭৩	৩.৬৮	৩.৬৮	৩.৬৯	৩.৬৯	৩.৬৫	৩.৬১	৩.৫৬	৩.৫০
৩। খনিজ ও খনন	১.৬০	১.৬১	১.৬৫	১.৬৩	১.৬৮	১.৭৭	১.৮০	১.৭৮	১.৭৭
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০৩	১.০০	১.০১	০.৯৮	১.০০	১.০৪	০.৯৮	০.৯২	০.৮৮
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৫৭	০.৬১	০.৬৪	০.৬৫	০.৬৮	০.৭৩	০.৮২	০.৮৬	০.৮৯

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

খাত/উপখাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১৭.৭৫	১৮.২৮	১৯.০০	১৯.৪৭	২০.১৬	২১.০১	২১.৭৪	২২.৮৫	২৪.২১
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১৪.৩২	১৪.৮৬	১৫.৪৯	১৫.৯৫	১৬.৫৮	১৭.৩৭	১৮.০১	১৯.০৭	২০.৩৬
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.৪৩	৩.৪২	৩.৫১	৩.৫১	৩.৫৮	৩.৬৪	৩.৭৩	৩.৭৮	৩.৮৫
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৩৬	১.৪১	১.৪৫	১.৪২	১.৪২	১.৫০	১.৫২	১.৫৪	১.৫৭
ক) বিদ্যুৎ	১.১৩	১.১৭	১.২১	১.১৯	১.১৯	১.২৬	১.২৯	১.৩২	১.৩৬
খ) গ্যাস	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৪	০.১৩	০.১২
গ) পানি	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	৬.৬৭	৬.৭৮	৬.৯০	৭.০৩	৭.১৬	৭.২৬	৭.৩৬	৭.৫০	৭.৫৯
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	১৪.০২	১৪.০২	১৪.০৩	১৪.১০	১৪.০৮	১৩.৯৯	১৪.০১	১৩.৯৫	১৩.৮৮
৮। হোটেল ও রেস্টোরাঁ	০.৭৫	০.৭৪	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৪
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.২৩	১১.৪৯	১১.৫০	১১.৪৯	১১.৪৩	১১.৩১	১১.২৬	১১.১৩	১০.৯৮
ক) স্থল পথ পরিবহন	৭.৩১	৭.৩২	৭.৩১	৭.২৭	৭.২৪	৭.১৮	৭.১৭	৭.০৯	৭.০০
খ) পানি পথ পরিবহন	০.৮৯	০.৮৬	০.৮৪	০.৮১	০.৭৯	০.৭৬	০.৭৪	০.৭১	০.৬৮
গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১৪	০.১৪	০.১৩	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১	০.১১	০.১০
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৬৩	০.৬৯	০.৬৭	০.৬৫	০.৬৪	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৪	০.৬৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.২৬	২.৪৮	২.৫৬	২.৬৪	২.৬৩	২.৬২	২.৬১	২.৫৮	২.৫৬
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	২.৯৯	৩.২১	৩.৩০	৩.৩৪	৩.৩৮	৩.৩৯	৩.৪৫	৩.৪৫	৩.৪৫
ক) ব্যাংক	২.৩৭	২.৬২	২.৭৩	২.৭৯	২.৮৪	২.৮৮	২.৯৬	২.৯৭	৩.০০
খ) বীমা	০.৪২	০.৪১	০.৩৯	০.৩৭	০.৩৬	০.৩৪	০.৩২	০.৩০	০.২৭
গ) অন্যান্য	০.২০	০.১৯	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৭	০.১৭	০.১৮	০.১৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৭.৪১	৭.২২	৭.০৭	৬.৯৫	৬.৮১	৬.৬৪	৬.৪৯	৬.৩১	৬.১৩
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৩৩	৩.৩৫	৩.৩৬	৩.৩৯	৩.৪৯	৩.৬৩	৩.৭০	৩.৭১	৩.৬৫
১৩। শিক্ষা	২.২১	২.২৩	২.২৪	২.২৬	২.২৯	২.৩৯	২.৪৮	২.৪৬	২.৪২
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১.৯৫	১.৯০	১.৮৮	১.৮৬	১.৮৩	১.৮৪	১.৮৫	১.৮৩	১.৮৫
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০.৭২	১০.৩৮	১০.০৯	৯.৮২	৯.৫২	৯.১৮	৮.৮৭	৮.৫২	৮.১৬
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র ২.২ -এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। যদিও কৃষি উৎপাদনে

উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে তথাপি শিল্প খাত বিশেষতঃ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বেশি হওয়ায় জিডিপিতে এ খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ২.৫ঃ স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ, সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)											
খাত	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
কৃষি	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	১৯.০১	১৮.০১	১৬.০০	১৫.৩৫	১৪.৭৪	১৪.২৩	১৩.৬০
শিল্প	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৫.৪০	২৭.৩৮	৩০.৪২	৩১.৫৪	৩২.৪২	৩৩.৬৬	৩৫.১৪
সেবা	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৫৫.৫৯	৫৪.৬১	৫৩.৫৮	৫৩.১২	৫২.৮৫	৫২.১১	৫১.২৬
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)											
কৃষি	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৫.৫০	৪.৪৬	৩.৩৩	২.৭৯	২.৯৭	৪.১৯	৩.৫১
শিল্প	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৮০	৯.০২	৯.৬৭	১১.০৯	১০.২২	১২.০৬	১৩.০২
সেবা	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৬০	৬.২২	৫.৮০	৬.২৫	৬.৬৯	৬.৩৯	৬.৫০
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.১৮	৬.৬৪	৬.৫৪	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৩

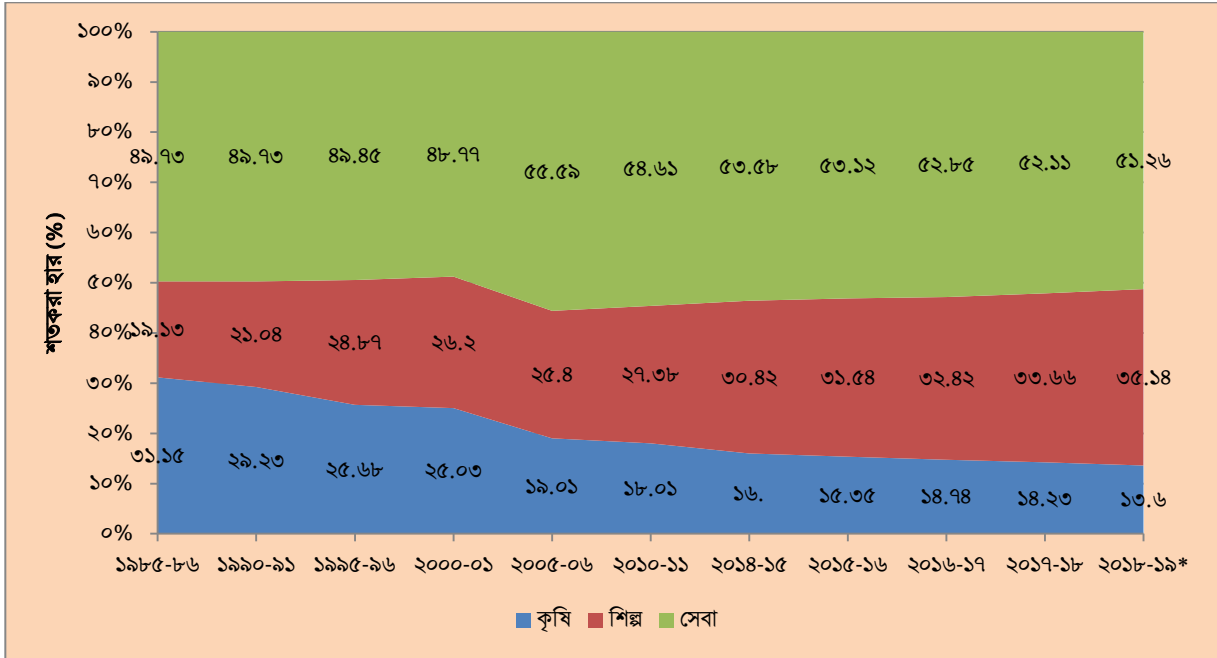
উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। মোটঃ ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে নিরূপিত। * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পূর্বে সেবা খাতের অবদান ছিল জিডিপি'র প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ হার ৫৫.৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে সেবা খাতের অবদান ৫১-৫২ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

লেখচিত্র ২.২: স্থিরমূল্যে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা



* সাময়িক

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ -এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭ -এ জিডিপি'র শতকরা হারে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৭.১৭ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৭৬.০৭

শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে, সরকারি ৬.৩০ শতাংশ এবং বেসরকারি ৬৯.৭৭ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.৯৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ২২.৮৩ শতাংশ। জাতীয় সঞ্চয়ের হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৭.৪২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৮.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৬ : চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৯৭৮০৯৫	১১২৯৪৭৫	১২৭৫০৯৭	১৪৩০৮৫১	১৬১৭৭৮৯	১৮১৩৮৭২	২০৭৮১৮৬	২৪৩৯৫২২	২৭২৯৯১৮
২. ভোগ	৭২৬৯৬৬	৮৩১২৫০	৯৩৪৭২৭	১০৪৬৮৫৮	১১৭৯৯২৪	১৩০০০৩৪	১৪৭৫৩৫৬	১৭৩৬৫৮৭	১৯২৯৩৮৪
সরকারি	৪৬৬৮৪	৫৩১৭৫	৬১৩৩৯	৭১৭১৯	৮১৯১৮	১০২১০৯	১১৮৪৬৭	১৪৩০৫৬	১৫৯৭৬৮
বেসরকারি	৬৮০২৮২	৭৭৮০৭৫	৮৭৩৩৮৯	৯৭৫১৩৯	১০৯৮০০৬	১১৯৭৯২৫	১৩৫৬৮৮৯	১৫৯৩৫৩১	১৭৬৯৬১৬
৩. বিনিয়োগ	২৫১১২৯	২৯৮২২৫	৩৪০৩৭০	৩৮৩৯৯৪	৪৩৭৮৬৫	৫১৩৮৩৯	৬০২৮৩০	৭০২৯৩৬	৮০০৫৩৩
সরকারি	৪৮১৫০	৬০৮০২	৭৯৬২১	৮৭৯৯১	১০৩৩৯৩	১১৫৪৯২	১৪৬৪৭২	১৭৯৪১৭	২০৭১১৯
বেসরকারি	২০২৯৭৯	২৩৭৪২৩	২৬০৭৪৯	২৯৬০০৩	৩৩৪৪৭২	৩৯৮৩৪৭	৪৫৬৩৫৮	৫২৩৫১৮	৫৯৩৪১৪
৪. নীট রপ্তানি	-৬৯৩৯০	-৮২১৭৭	-৮৬৫৭০	-৮৭৮০৬	-১১২৩৬১	-৮০৬৬৩	-১০৩৩৭০	-১৯৪৫০৮	-১৭৯৪৮৫
৫. স্থূল দেশজ ব্যয়	৯০৮৭০৫	১০৪৭২৯৯	১১৮৮৫২৭	১৩৪৩০৪৫	১৫০৫৪২৮	১৭৩৩২১০	১৯৭৪৮১৫	২২৪৫০১৪	২৫৫০৪৩২
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৭৫৮১৫	২২৫০৪৭৯	২৫৫৬১৭৭
৭. পরিসংখ্যানিক ভ্রান্তি	৮০১৭	৭৯০৫	১০৩৯৬	৬২৯	১০৩৭৫	-৩৪৬	৯৯৯	৫৪৬৫	-১৪২৫৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৫৬ শতাংশে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩১.২৩ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.১৭ শতাংশ এবং ২৩.৪০

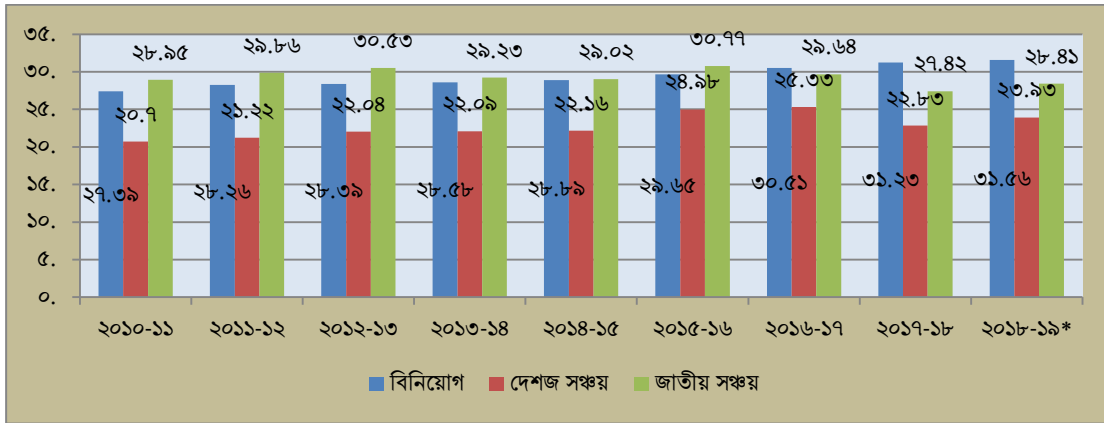
শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৯৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.২৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭,০২,৯৩৬ কোটি টাকা হতে ১৩.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮,০০,৫৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭ঃ ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)

খাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
১. ভোগ	৭৯.৩০	৭৮.৭৮	৭৭.৯৬	৭৭.৯১	৭৭.৮৪	৭৫.০২	৭৪.৬৭	৭৭.১৭	৭৬.০৭
সরকারি	৫.০৯	৫.০৪	৫.১২	৫.৩৪	৫.৪০	৫.৮৯	৬.০০	৬.৩৬	৬.৩০
বেসরকারি	৭৪.২১	৭৩.৭৪	৭২.৮৫	৭২.৫৭	৭২.৪৪	৬৯.১৩	৬৮.৬৭	৭০.৮১	৬৯.৭৭
২. বিনিয়োগ	২৭.৩৯	২৮.২৬	২৮.৩৯	২৮.৫৮	২৮.৮৯	২৯.৬৫	৩০.৫১	৩১.২৩	৩১.৫৬
সরকারি	৫.২৫	৫.৭৬	৬.৬৪	৬.৫৫	৬.৮২	৬.৬৬	৭.৪১	৭.৯৭	৮.১৭
বেসরকারি	২২.১৪	২২.৫০	২১.৭৫	২২.০৩	২২.০৭	২২.৯৯	২৩.১০	২৩.২৬	২৩.৪০
৩. দেশজ সঞ্চয়	২০.৭০	২১.২২	২২.০৪	২২.০৯	২২.১৬	২৪.৯৮	২৫.৩৩	২২.৮৩	২৩.৯৩
৪. জাতীয় সঞ্চয়	২৮.৯৫	২৯.৮৬	৩০.৫৩	২৯.২৩	২৯.০২	৩০.৭৭	২৯.৬৪	২৭.৪২	২৮.৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.৩ঃ জিডিপি'র শতকরা হারে বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় গতিধারা



* সাময়িক

বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সারাদেশে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে (জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ৮৮ টি (সরকারি ৬১ টি এবং বেসরকারি ২৭ টি) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ব্যবসা সহজীকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের দ্রুত এবং নির্বিঘ্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'ওয়ান স্টপ আইন, ২০১৮' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এ আইনের আওতায় বিনিয়োগকারীগণকে একই অফিস থেকে

প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় বিনিয়োগকারীদেরকে নয় ধরনের সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন, জালানির বহুমুখীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপি'র আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং আরও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

বেসরকারি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহ দান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তার অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধন ও উন্নততর সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) অব্যাহতভাবে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে যাচ্ছে। Ease of Doing

Business-2019 সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০ টি দেশের মধ্যে ১৭৬তম হওয়ায় এর উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিকমানের অনলাইনভিত্তিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস জানুয়ারি, ২০১৯ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস পূর্ণাঙ্গরূপে চালুর মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।